মার্চ ৫, ২০২২

বরাবর,
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

বিষয়: বিভিন্ন সংগঠনের আন্তর্জাতিক জোটের পক্ষ থেকে বিটিআরসির প্রতি “বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন রেগুলেশন ফর ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ওটিট প্ল্যাটফর্ম” প্রত্যাহার ও পুনর্বিবেচনার আহ্বান"

সম্মানিত চেয়ারপার্সন, কমিশনারগণ, এবং বিটিআরসির কর্মকর্তাবৃন্দ,

বাংলাদেশে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং উন্মুক্ত, স্বাধীন ও নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিত করতে আপনাদের তাগিদ দিচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলো। গত ৩ ফেব্রুয়ারি, "বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন রেগুলেশন ফর ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ওটিট প্ল্যাটফর্ম" (খসড়া নীতিমালা) এর অনলাইনে প্রকাশিত খসড়া জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকারকে বিপন্ন এবং অনলাইন নিরাপত্তাকে দুর্বলতর করে তুলবে। এই প্রবিধানের প্রয়োগ মানবাধিকারের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে এবং বিশেষ করে সাংবাদিক, ভিন্নমত পোষণকারী, অ্যাক্টিভিস্ট এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলোকে আরও ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেবে।

পর্যাপ্ত বিচারিক তত্ত্বাবধান, স্বচ্ছতা ও অনুমানযোগ্যতা ছাড়াই এবং মানবাধিকার ও যথাযথ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত না করেই একটি কন্টেন্ট গভর্নেন্স কাঠামো বাস্তবায়ন করতে চাইছে এই খসড়া নীতিমালা। এর প্রবিধানগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামো, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির (আইসিসিপিআর) সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তদুপরি, এগুলো মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কন্টেন্ট গভর্নেন্সের স্বীকৃত অনুমোদিত নীতিগুলোকেও লঙ্ঘন করে, যার মধ্যে রয়েছে ম্যানিলা প্রিন্সিপলস অন ইন্টারমিডিয়ারি লায়াবিলিটি এবং সান্তা ক্লারা প্রিন্সিপলস অন ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড একাউন্টিবিলিটি ইন কন্টেন্ট মডারেশন। "ওভার-দ্য-টপ" (ওটিটি) পরিষেবা সংক্রান্ত উদ্বেগ মোকাবিলা করতে গিয়ে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা নীতিমালা পরিবর্তনের এমন প্রচেষ্টার (যদি অযথাযথভাবে করা হয়) কারণে মানবাধিকার এবং নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষতার মতো বৃহত্তর মূলনীতিগুলোর ওপরে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

এই খসড়া নীতিমালার অনেক ধারার সঙ্গে ভারতের সমস্যাজনক ইনফরমেশন টেকনোলজি (ইন্টারমিডিয়ারি গাইডলাইনস অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া ইথিকস কোড) রুলস, ২০২১-এর সাদৃশ্য আছে বলে প্রতীয়মান হয়। ভারতের এই আইনকানুনগুলো এমন একটি কাঠামোর উদাহরণ যা গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং অবশ্যই এটি অনুকরণ করা উচিৎ নয়। এগুলো মানবাধিকারকে বিপন্ন করবে বলে সমালোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এসব নীতিমালা প্রত্যাহারের দাবি উঠেছে। ভারতের আইনটি, বর্তমানে দেশটির আদালতে বেশ কিছু আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে এবং আদালত থেকে ভারত সরকারের প্রতি সাময়িক নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, যেন তারা আইনটির উল্লেখযোগ্য অংশ প্রয়োগ না করে।

আমরা আন্তরিকভাবে বিটিআরসিকে এই খসড়া নীতিমালা প্রত্যাহার এবং পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানাচ্ছি, কারণ এটি মানুষের ডিজিটাল সুরক্ষা ক্ষুণ্ন করবে এবং মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ঝুঁকিতে ফেলবে। বিটিআরসির আলোচনা প্রক্রিয়াকে অবশ্যই সেই সব সুনির্দিষ্ট সমস্যা-কেন্দ্রিক হতে হবে যা তারা মোকাবিলা করতে চায়, এবং একগুচ্ছ ঢালাও নীতিমালা চাপিয়ে দেওয়ার বদলে অংশীজনদের সঙ্গে নিয়ে সেগুলো মোকাবিলার জন্য সর্বোত্তম আইনি পন্থা বের করতে হবে।

বাংলাদেশের ইন্টারনেট ইন্টারমিডিয়ারি/মধ্যসত্বভোগী ও বিদ্যমান ডিজিটাল পরিষেবার জন্য আইনী কাঠামো প্রণয়নের যে কোনো ভবিষ্যৎ উদ্যোগের ক্ষেত্রে সকল অংশীজনদের সঙ্গে একটি টেকসই ও অর্থপূর্ণ আলোচনার প্রত্যাশা রেখে, খসড়া নীতিমালাটির নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী আমাদের প্রধান প্রধান প্রাথমিক উদ্বেগগুলো নিচে তুলে ধরছি:

- ইন্টারমিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কর্মীদের জন্য সেফ হারবারের **(**আইনগত সুরক্ষা**)** অনুপস্থিতি এবং তাদের জরিমানা করার বিধান বাকস্বাধীনতার ওপর ভীতিকর প্রভাব ফেলবে এবং এর ফল দাঁড়াবে অতি-সেন্সরশিপ।

- ট্রেসেবিলিটির **(**বার্তার উৎস সনাক্তকরণের**)** যে শর্ত আছে**,** তা এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ব্যবস্থাকে দুর্বল করবে, ব্যক্তি-গোপনীয়তা লঙ্ঘন করবে এবং স্বাধীন মতপ্রকাশকেও ব্যাহত করবে। এছাড়াও, সাংবাদিক, ভিন্নমত পোষণকারী এবং অ্যাক্টিভিস্টসহ সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী আরও বেশি হারে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে।

- "অপমানসূচক", "ক্ষতিকর", "আপত্তিকর" অথবা "সরকারী গোপনীয়তা ভঙ্গ করার" মতো ঢালাও এবং অস্পষ্ট সংজ্ঞার অধীনে ইন্টারমিডিয়ারিদের জন্য কন্টেন্ট ব্লক করার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা অবৈধ, মতপ্রকাশের মৌলিক স্বাধীনতার ওপর অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ, এবং যোগাযোগে নজরদারির ক্ষেত্রে মানবাধিকার প্রয়োগের আন্তর্জাতিক মূলনীতির (https://necessaryandproportionate.org/) পরিপন্থী।

- কন্টেন্ট অপসারণের সঙ্কুচিত সময়সীমার পরিণতি হবে অতি-সেন্সরশিপ এবং/অথবা আগাম নিয়ন্ত্রণের আতিশয্য, স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত, যথাযথ প্রক্রিয়ার অবক্ষয়, এবং মৌলিক মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার লঙ্ঘন, যা আইসিসিপিআর এবং ইউডিএইচআর-এর অনুচ্ছেদ ১৯-এ বর্ণিত আছে।

- ঢালাও সংজ্ঞাগুলো (যেমন, ওটিটি-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "কোনও কন্টেন্ট, পরিষেবা বা অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে যা উন্মুক্ত ইন্টারনেটের মাধ্যমে এন্ড-ইউজারদের প্রদান করা হয়") মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং ব্যবহারগত, প্রযুক্তিগত ও পরিচালনাগত বিচারে পুরোপুরি আলাদা হওয়ার পরও একসঙ্গে একাধিক পরিষেবাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব কিছুকে এক-কাঠিতে-মাপার চেষ্টা হিসেবেই এটি করা হয়েছে।

- সকল গণমাধ্যমের জন্য বাধ্যতামূলক, বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত, এবং কার্যত তথ্য মন্ত্রণালয়কে গণমাধ্যমের জন্য কন্টেন্ট-বিধি নির্ধারণের একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া – এমন একটি কোড অব ইথিকস গ্রহণে সরকারের যে পরিকল্পনা**,** তাও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী ।

.

- মৌলিক অধিকার ও ইন্টারনেট স্বাধীনতার ওপর এতো সুদূরপ্রসারী এবং আমূল-বদলে-দেওয়া প্রভাব ফেলবে যে কাঠামো, সেটি বাস্তবায়নের জন্য আইনপ্রণেতাদের সমর্থন এবং সংসদীয় অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খসড়া নীতিমালাটি নিয়ে পরামর্শ গ্রহণের সময় সকল অংশীজনদের সঙ্গে আগাম আলোচনা করা উচিত।

মানবাধিকার রক্ষা এবং একটি স্বাধীন**,** উন্মুক্ত ও নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিতের স্বার্থে এই খসড়া নীতিমালা প্রত্যাহার ও পুনর্বিবেচনা করা বিটিআরসির জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া, অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি কাঠামো তৈরির পূর্বশর্ত হল অংশীজনদের সঙ্গে টেকসই, অর্থপূর্ণ এবং গভীর আলোচনা। আমরা ইন্টারমিডিয়ারি এবং ডিজিটাল পরিষেবার জন্য নীতিমালা তৈরির আগে এই ধরনের একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে বিটিআরসির প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, যা জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা এবং প্রকৃতপক্ষে খোদ গণতন্ত্রকে-ই প্রভাবিত করবে।

ধন্যবাদসহ,

Access Now

Article 19

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Association for Progressive Communications (APC)

Business & Human Rights Resource Centre

CCAOI

Center for Democracy & Technology

Center for Media Research - Nepal (CMR-Nepal)

Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)

Committee to Protect Journalists

Digital Democratic Collaboration (DACol)

Digital Empowerment Foundation, India

Electronic Frontier Foundation

Encrypt Uganda

Global Partners Digital

Global voices

Human Rights Watch

Innovation Solution Lab

International Council of Indian Muslims (ICIM)

Internet Freedom Foundation, India

Internet Society

Internet Society Catalan Chapter (ISOC-CAT)

Internet Society Delhi Chapter

Internet Society Hyderabad Chapter

Internet Society Venezuelan Chapter (ISOCVE)

Internet Society, Kenya Chapter

Interpeer Project

KICTANet

Kijiji Yeetu

Last Mile4D

National Corruption Control & Human welfare organization (NCCHWO),India

OpenMedia

Open Knowledge Foundation

Organization of the Justice Campaign

PEN America

Ranking Digital Rights
SFLC.in
Simply Secure
Tech for Good Asia
The Tor Project
UBUNTEAM
Wikimedia Foundation